বৃষভানুজা

চম্পকলতা— (আকুলভাবে) সখি যে কোন প্রকারে একটু উঠ। তোমার রৌদ্রতাপের কষ্ট কমাইতে ঐ লতামণ্ডপের ছায়া ভিন্ন অপর আশ্রয় স্থান দেখিনা।

(চম্পকলতার হাতে হাত দিয়া তাহাকেই অবলম্বন করিয়া দুঃখের সহিত সখীর সহিত রাধা গমন অভিনয় করেন)

রাধা— (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) আহা আমার হৃদয়ে এরূপ বেদনা উঠিল যে আর সহ্য করিতে পারিনা।

সখী দুইজন— (দুঃখের সহিত) ওলো লজ্জাশীলে, তোমার হৃদয় বেদনার কারণ জানা যায় না কি ? কৃষ্ণের দর্শনই ইহার কারণ নয় কি ?

রাধা— (উহা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন—কিছুক্ষণ আগ্রহের সহিত সখীদের বীজনাদি যত্নে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সংস্কৃতে)

স্বপ্ন অথবা জাগরণ, রাত্রি অথবা দিবস সখী, মূর্চ্ছিত হইয়া আমি কিছুই বুঝিতেছি না। যাহার নাম শ্রবণের পর এরূপ হইল, দুর্লভ হইলেও আর সবকিছু ত্যাগ করিয়া চিত্ত তাহাকেই পাইতে অভিলাষ করে।

আরও— দিনে দিনে সেই ধূর্ত্ত স্বপ্নের মধ্যে আমার কাছে আসিয়া আমার মুখের উপর মুখ রাখিয়া খুসী করিবার জন্য মিষ্টিকথা বলে, পায়ে আল্‌তা পরাইয়া কানে বলপূর্বক শিরীষ কুসুম গুজিয়া দেয়।

(সখীগণ বিস্ময়ের সহিত পরস্পর অবলোকন করেন)

চম্পকলতা—(জনান্তিকে) সখী তমালিকে। সত্যই রাধা মদনপীড়ায় অত্যন্ত ব্যথিত। এখন আর উপেক্ষা করা যায় না, শীঘ্র প্রণয় পত্র লেখার উপায় কর।

তমালিকা— ঠিক বলিয়াছ—

চম্পকলতা— (রাধার প্রতি) ওলো, তোমার অভিলাষ প্রশংসনীয়। কেননা সেই সকল লোকের মনোহারী কৃষ্ণ ভিন্ন তোমার মত রমণীর হৃদয়ের অভিলাষ আর কোথায় হইবে ? যাহউক এখন দুঃখ করিও না— ভালভাবে জানিয়া প্রতিকারের আমরা চিন্তা করিতেছি।

(সকলে পরিক্রমা করিয়া বকুল বৃক্ষের ছায়ায় বসিলেন)

চম্পকলতা— (ওড়নার আঁচল দিয়া ধীরে ধীরে রাধাকে বীজন করিতে করিতে তাহার মুক্তাহারের মধ্যমণি তুলিয়া ধরিয়া) ওলো তমালিকা, এই ক্ষীণাঙ্গী রাধা এখন ইহা ধারণ করিতে পারিতেছে না। উহা আমার আঁচলে রাখিয়া দিই।

তমালিকা— ইহাতে আমার মত আছে।

চম্পকলতা— (তাহাই করিলেন— ভোজপাতা আনিয়া প্রেমপত্র লিখিবার জন্য রাধার হাতে দেন) সখী, প্রিয়তমের নিকট পাঠাইবার জন্য বেশ চিন্তা করিয়া মধুর ছন্দে কিছু রচনা করিয়া ইহাতে লিখিয়া দাও।

রাধা— (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সংস্কৃতে ধাতুরসে পুলকের সহিত লিখিলেন) যেদিন হইতে মনোরম তোমার বদন দেখিয়াছি, সেদিন হইতে কাম আমাকে সর্ব্বদিক হইতে অঙ্গে অঙ্গে বাণ বিদ্ধ করিতেছে।

সখীগণ— (ভাল করিয়া দেখিয়া) আহা, ইহার কি চতুরতা !

চম্পকলতা— (আশ্চর্যান্বিত হইয়া সংস্কৃতে) বাল্যকাল হইতে নিভৃতে নিজগৃহাভ্যন্তরে সখীগণের সহিত যে খেলা করিয়াছে, খেলার পুতুলেই যে চিরদিন আসক্ত, অন্য যে কোনো ভাবে অনভিজ্ঞ, পুত্র থাকিলেও পিতা যে কন্যাকে বাৎসল্যে কোলে করিয়া লালন করিয়াছে, হে সখীগণ, দেখ সেই রাধা সহসা কেমন চাতুরীর সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে।

তমালিকা— সখী চম্পকলতা, জানকি ? কৃষ্ণ এখন কোথায় আছে ?

চম্পকলতা— তাহা তো জানি না।

(অনন্তর কৃষ্ণ ও প্রিয়ালাপের প্রবেশ)

প্রিয়ালাপ— প্রিয়বয়স্য, অদূরে কুমারীর কণ্ঠধ্বনি শুনা

যাইতেছে। এই মতিমুক্তালতা মণ্ডপে একটু দাঁড়াও।
(কৃষ্ণ অভিনয় ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া অধরে বংশী স্থাপন পূর্বক বাজান। সকলে শুনিয়া বিস্মিত।)

রাধা—(মোহ প্রাপ্ত হইলেন আবার সংজ্ঞা লাভ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) অহো আমাকে এই অজানিত কামের মোহনমন্ত্র ধ্বনি পাগল করিল।

চম্পকলতা—(আকুলভাবে) সখী রাধে, কৃষ্ণের এই বংশীধ্বনি তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখ উৎপাদন করিয়াছে কি?

রাধা—(মনে মনে) তবে কি সেই চিত্তচোরেরই এই বংশীধ্বনি?
(প্রকাশ্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংস্কৃতে) হে সখী, এই ধ্বনি মিলন বিষয়ে অমৃত স্বরূপ, বিরহে উহা বিষের মত, আমার জীবন মরণের হেতু। (সখীগণ, অশ্রুভারাক্রান্তচক্ষুতে আশ্বাস প্রদান করেন)।

চম্পকলতা—ওলো তমালিকে, এইযে হরিণগুলি, পাখীগুলি খাদ্যাদি ত্যাগ করিয়া অমৃত হইতেও অধিক মধুর বংশীধ্বনি নিশ্চল হইয়া শ্রবণদ্বারা পান করিতেছে, এবং মাধবী মণ্ডপের দিকে তাকাইতেছে। তাহাতে মনে হয়, কৃষ্ণ সেখানে আছে। এখন এই প্রেমপত্র সেখানে লইয়া যাও।
(উহা লইয়া সম্ভ্রমের সহিত এদিক ওদিক চাহিয়া ধীরে ধীরে লতাজালের মধ্য দিয়া উহা কৃষ্ণের কাছে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলেন)

প্রিয়ালাপ—(দেখিয়া কৌতুকবশে হাতে লইয়া কৃষ্ণের প্রতি) বয়স্য দেখ এইটি কি?

কৃষ্ণ—(বলপূর্বক হাতে লইয়া পাঠ করেন— দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) সখে, কামপীড়ায় আক্রান্ত আমার প্রিয়ার এই প্রেমপত্র।

প্রিয়ালাপ—(বিনয়ের সহিত) বন্ধু উহাতে কি লেখা বল?

কৃষ্ণ—সখে, আমার প্রিয়ার দুঃখ প্রকাশক কথাগুলি আমি আবার উচ্চারণ করিতে পারি না, তবু স্থির চিত্তে শুন।

প্রিয়ালাপ—তুমি প্রসন্ন হও।

কৃষ্ণ—(কোনো মতে উচ্চারণ করেন) যেদিন হইতে তোমার সুন্দর বদন দেখিয়াছি, সেদিন হইতে কাম চারিদিক হইতে আমার অঙ্গ সকলকে বাণবিদ্ধ করিতেছে।

প্রিয়ালাপ—(মনে মনে) হায় দুর্ভাগা কাম? সেই তপস্বিনীকে অত্যন্ত কষ্ট দিতেছে। (প্রকাশ্যে) প্রিয় বয়স্য, আমি পূর্বেই তোমাকে যাহা বলিয়াছি, উহা স্মরণ কর। বলিয়াছিলাম, কামদেব তোমার আনুকূল্য করিবেন। তাহার সখীগণও প্রতিকার চিন্তা করিবেন।

কৃষ্ণ—(হাসিয়া পূর্বোক্ত প্রেমপত্র একবার নয়নে একবার হৃদয়ে রাখিয়া প্রিয়াস্পর্শ সুখের ন্যায় অনুভব করিয়া দীর্ঘশ্বাসের সহিত) তাহার মিলনের নিমিত্ত আকুল আমাকে তাহার স্বহস্তে লিখিত সুন্দর প্রেমপত্র অত্যন্ত আনন্দ দান করিতেছে। আমি কামের পীড়নে পীড়িত হইলেও এখন চিত্তে ধৈর্য ধারণ করিতেছি। তথাপি হে বন্ধু, তাহার দুঃখে আমাকে বিশেষদুঃখিত করিয়াছে। অতএব বংশীগানে কিছুক্ষণ মনের সুখ বিধান করি।
(তাহাই করেন)

রাধা—(শুনিয়া মনে মনে) আবার কি সে বশীকরণ মন্ত্র পড়ে? এই বলিয়া চক্ষু বুজিয়া অসহ্য জ্বালা মদন তাপে অভিভূত মোহের অবস্থা অভিনয় করেন।

চম্পকলতা—(তাড়াতাড়ি উঠিয়া সময়োপযোগী প্রতিকারের জন্য স্খলিত বাক্যে সখীদিগকে নিযুক্ত করেন।)
তমালিকে, তমাল পাতা দিয়া বাতাস কর। মৃণালিকে, ইহার বুকে মৃণাল সহিত সরস পদ্মপত্র স্থাপন কর। বিক্রমলতে, কর্পূর মিশ্রিত চন্দন জলে প্রিয়সখীকে অভিষিক্ত কর। কদলিকে, কদলী পত্রে পদ্ম ও পলাশ কুসুমে শয্যা রচনা কর।

প্রিয়ালাপ—(শুনিয়া) ওহে এখানে অরণ্যরোদনে কি প্রয়োজন। বাগান বাড়ীতে বালিকাগণের করুণ আলাপ শুনা যাইতেছে।

কৃষ্ণ—(তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া) কি বলিতেছে একটু শুনি। (এই বলিয়া বকুল গাছের আড়ালে দাঁড়াইলেন)

রাধা—(চক্ষু মেলিয়া) কেন সখীগণ আমাকে অপরাধী করিয়া নিজেরা ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। (সংস্কৃতে) আমার মন এই শীতল শয্যাকে জলন্ত অগ্নির ন্যায় মনে করে, চন্দন কর্পূর আমার শরীরে জ্বালা উৎপাদন করে। আমার চক্ষু মোহজন্ত জন্মের অন্ধকারকে তিরোহিত করে—কামদেব বহুপ্রকার বিকার প্রকাশিত করিয়া আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

(এই বলিয়া বিবশ হইয়া পড়িলেন)

কৃষ্ণ—(স্বগত) তোমার মনজন্মা কাম তোমার অঙ্গসমূহকে দগ্ধ করিতেছে সন্দেহ নাই। হে জীবিতেশ্বরি, আমার মনে হয়, তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া তাপ দিতেছ।

চম্পকলতা—(বিষাদের সহিত) মাগো, এই প্রিয়সখীর নিঃশ্বাস দিয়াই মাত্র জীবনের পরিচয়পাওয়া যাইতেছে। (করুণভাবে তমালিকার প্রতি) ওলো তমালিকে, দুর্লভ সেই ব্রজরাজ নন্দনে ইহার অভিনিবেশ অনেক দূর গড়াইয়াছে। এখন ইহার শরীর রক্ষার জন্ত কি উপায় করা হয়।

তমালিকা—সেও এই কোমলাঙ্গীর প্রতি অনুরাগী নয় কি ?

চম্পকলতা—এবিষয়ে তুমি সন্দেহ করিও না। ইহার দর্শন হইতে সে কামপীড়া সহ্য করিতে না পারিয়া সকল খেলাধূলা ত্যাগ করিয়াছে। শুনা যাইতেছে যে প্রিয়সখীর ছবি দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে।

কৃষ্ণ—সত্যই আমার অবস্থা এরূপই হইয়াছে॥

তমালিকা—(অত্যন্ত আনন্দের সহিত) এই ভাব হইয়া থাকিলে আমরা বাঁচিলাম। কামদেব খুব প্রসন্ন। প্রিয়সখীর রূপ লাবণ্য যৌবনের গুণ উপকার করিয়াছে। সঙ্গে মিলন পর্যন্ত প্রিয়সখীর প্রাণরক্ষার জন্ত তাঁহার ছবি আঁকিয়া তাহার দৃষ্টিগোচর করি।

চম্পকলতা—ভাল উপায়ের কথা বলিয়াছ।

(তমালিকা চিত্রাঙ্কণের উপকরণ লইয়া বসিয়া অল্প সময়ে চিত্র রচনা করেন)

চম্পকলতা—(দেখিয়া আনন্দে) সখি, সত্যই তুমি ছবি আঁকিতে নিপুণা। এই ছবি প্রিয় সখীকে দেখাও।

তমালিকা—(অভিনয়ে রাধার সন্মুখে আসিয়া মুদ্রিতচক্ষু রাধাকে করকমলে যত্নপূর্বক স্পর্শ করেন) ওলো এই তোমার অভিলষিত প্রিয়তমকে দেখিয়া বিরহকাতর তোমার প্রাণকে শান্তি দাও।

রাধা—কোনো রকমে চক্ষু মেলিয়া রোমাঞ্চের সহিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সংস্কৃতে।) সুমুখি সখি, আমার মনে হয়, সেই দুর্লভজন জন্মান্তরে অথবা চিত্রপটে আমার নয়ন গোচর হইবেন। তিনি যে অনেক রমণীর মনে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এই জন্তই তাঁহার সম্বন্ধে আমার মন নিরাশ হইয়াছে।

কৃষ্ণ—(শুনিয়া) আমার দেহ প্রাণ সকলই তোমার অধীন হে সুমধ্যমে, আমার মনে মনে এরূপ বৃথা সঙ্কল্প করিও না।

প্রিয়ালাপ—(প্রণয় কোপ দেখাইয়া) হে প্রিয় বয়স্ত, তুমি অত্যন্ত নির্দয় যেহেতু এখনও তুমি বিলম্ব করিতেছ। এই বলিয়া রক্তকমলের ন্যায় কোমল করের অগ্রভাগে ধারণ করিয়া আকর্ষণ করেন।

(কৃষ্ণ হাসিমুখে কাছে আসিয়া দাঁড়ান। সকলে দেখিয়া আনন্দে বিস্মিত।)

প্রিয়ালাপ—মাননীয়া চম্পকলতে, আবারও ফুল চুরি করা হইয়াছে ?

চম্পকলতা—(উত্তর না দিয়া নিজের আঁচল হইতে লুকাইয়া মণি হাতে লইলেন এবং প্রিয়ালাপের কাপড়ে ছুড়িয়া ফেলিয়া কৃষ্ণের প্রতি) আর্য, আমাদের এই প্রিয়সখীর হাতের মধ্যস্থিত মহানীলমণি আপনার বয়স্য পাইয়াছেন—উহার বস্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখান।

কৃষ্ণ—(হাসিয়া) বন্ধু নিঃশঙ্কে দেখাইয়া দাও।

প্রিয়ালাপ অভিনয়ে তাহাই করেন। ভূমিতে নিপতিত উজ্জ্বলপ্রভা মণি দেখিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিয়া হাততালি দেন। প্রিয়ালাপ লজ্জার সহিত আশ্চর্যান্বিত।)

তমালিকা—(কৃষ্ণের প্রতি) আর্য, এই মণি পরিহাস করিয়া চম্পকলতা প্রিয়ালাপের কাপড়ে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

প্রিয়ালাপ—(ক্রোধের সহিত) দাসীপুত্রী চম্পকলতা, রাখ দেখি নিজের কাজের কথা মনে পড়িতেছে তো ?

চম্পকলতা—(হাসিয়া একটু লজ্জা অভিনয় করিয়া মণিটি লইয়া সঙ্কোচে অবনতমুখী হইয়া রাধার সমীপে কাতরভাবে সংস্কৃতে।) প্রিয়-সখী যাঁহার নিমিত্ত কুসুম কোমল অঙ্গকে মলিন করিয়াছ, সকলপ্রকার বিষয় সুখরস ও খেলাধূলা ত্যাগ করিয়া শূন্যহৃদয় হইয়াছ, নিখিলব্রহ্মাণ্ডে দুর্লভ অমূল্য সেই তোমার প্রিয়তমকে অনায়াসেই তুমি ভাগ্যক্রমে এখানে পাইলে।

(রাধা ঈর্ষার সহিত তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন।)

চম্পকলতা—ইহাকে তুলনা রহিত নীলবর্ণ সৎকুলোৎপন্ন ভাবিয়া তুমি তোমার শূন্যহৃদয় ইহাদ্বারা আনন্দে অলঙ্কৃত করিয়া ক্রীড়ার নিমিত্ত উৎসাহান্বিত হও এবং মৌন পরিত্যাগ কর। ইহাতে তোমার এবং আমাদের সুখ হইবে। দেখিয়া নয়নের আনন্দ উৎসব হইবে।

(এই বলিয়া মণি দিতে ইচ্ছা করেন।)

রাধা—ওলো, বুঝিয়াছি যাহার উদ্দেশে বলিতেছ। (উৎকণ্ঠার সহিত কৃষ্ণকে দেখিয়া লজ্জায় অধোমুখী-স্বাগত) মরা প্রাণ, এখনও বিশ্বাস হয় না। (সংস্কৃতে) অত্যন্ত মনোযোগের সহিত নিত্য নিপুণভাবে চিন্তা করিলেও যে সুলভ ছিল না, পূর্ণরূপে সে প্রত্যক্ষ প্রকাশ পাইতেছে।

আরও—ধৈর্য ধারণ করিয়া লজ্জা দূরে রাখিয়া এই বিলাসী সে ভাগ্যক্রমে স্বয়ং কাছে আসিয়াছে, তাহাকে কেনন। আদর করিতেছ। (নীচের দিকে চাহিয়া আবার লজ্জিতা) (কৃষ্ণ সঙ্কোচের মধ্যেও পরম সৌন্দর্যযুক্ত রাধার মুখকমল নিমেষহীন দৃষ্টিতে পান করিয়া প্রেমে তদ্‌গতমনা হইয়া নিজের কোল হইতে ভূমিতে পতিত মুরলীকে আর জানিতে পারেন না।)

প্রিয়ালাপ—(দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত) প্রিয় বয়স্যের মুরলী কোথায় গেল। (ভাল করিয়া দেখিয়া) তাইত এই হইয়াছে। (বিচার করিয়া মনে মনে) নিশ্চিত-রূপে নিখিল ভুবনের সুন্দরীগণের নিরাকরণ সমর্থা এই সুন্দরীর রূপে বিলাসে বিমোহিত এই কৃষ্ণ অতি প্রিয়তমা মুরলীও যে কোল হইতে পড়িয়া গিয়াছে তাহা জানিতে পারে নাই। এখন ইহাকে লুকাইয়া রাখি। ভঙ্গী করিয়া মুরলীটি লইয়া চম্পকলতার পিছনে যাইয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চলে উহা বাঁধিয়া রাখিয়া সম্মুখে আসিয়া কৃষ্ণের প্রতি প্রকাশ্যে) ওহে বয়স্য, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া আছ যে। তোমার মুরলীর মনোহারী গানে এই সুন্দরীর আনন্দবর্দ্ধন কর না কেন ?

কৃষ্ণ—(দেখিয়া 'এদিকে হবে এদিকে হবে বলিয়া বিষণ্ণ ভাবে প্রকাশ্য) আমার মুরলীকে কে অপহরণ করিল ?

প্রিয়ালাপ—এই চম্পকলতার হাতেই আমি দেখিয়াছি। (কাছে আসিয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া) এই চুরি করিয়াছে। (চম্পকলতাকে আঙ্গুল নাড়িয়া তর্জন করিয়া) এখন তোমার কর্ম স্মরণ করিবে।) (সকলে হাসিতে লাগিলেন। চম্পকলতা লজ্জায় হাসিয়া অন্যসখীগণের সহিত বাহির হইয়া অনতিদূরে লতা বিতানে প্রবেশ করেন।)

রাধা—(এদিক ওদিক দেখিয়া সচকিত ভাবে মনে মনে) আমার সখীগণ চলিয়া গেল।

কৃষ্ণ—ওগো, সরল হৃদয়া, ভয় পাইতেছ কেন ? অনেক বালিকার গান্ধর্ব বিবাহ হইয়াছে, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। এখন আমি তোমার অধীন। হে তন্বি। তোমার স্বভাব সুন্দর চরণ যুগল করযুগে সম্বাহন করিব কি, অথবা তোমার নয়নে অঞ্জনে সুঅঞ্জিত করিব ? তোমার স্তনযুগলে অনতি বিলম্বে বিচিত্র পত্রাবলী রচনা করিব কি ? (এই ভাবে ক্রমশঃ সেই সকল কর্মে নিপুণতা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। যথা—প্রথমত অনুনয়ের সহিত বহুকোমল উপহার প্রদান করিয়া কোনোমতে অভিমুখী করিয়া গুঞ্জনরত মধুকর 'আমি আগে আমি আগে' করিয়া যে মালার উপর ছুটিয়া পড়ে, এরূপ কুসুম সন্নিবেশে বিচিত্রমালা নির্মাণ করিয়া আনন্দ উৎপাদন করিয়া কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। নবজাত সুকোমল যবের অঙ্কুর দুই গণ্ডে আর নিজের করস্পর্শ সুখ বৃদ্ধি

করিয়া রাধার কণ্ঠে দান করেন। স্তনযুগলে নিজে করকমলের আলিঙ্গন লোভ জন্মাইয়া কস্তুরী দ্বারা পত্রাবলী রচনা করেন। অনন্তর নবপল্লব এবং কুসুমে স্বরচিত শয্যায় বসাইয়া আদরপূর্বক বলেন।) প্রিয়ে, যদিও তোমার কেশ আলুলায়িত বারংবার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং চঞ্চল অলকের দ্বারা অতিশয় শোভার নিমিত্ত হইয়াছে তথাপি নূতন ফুলদিয়া উহাকে অলঙ্কৃত করিতে ইচ্ছা করিতেছি। (এই বলিয়া যাইয়া লতা হইতে বিবিধ কুসুম আনিয়া নিপুণ হস্তের রচনায় রাধার বেণীকে কুসুম শোভিত করিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া।) বিচিত্র কুসুমে শোভিত তোমার বেণী দেখিয়া ময়ূরীগণ লজ্জিত হইতেছে। নিজেদের পুচ্ছকে তাহারা অত্যন্ত ভার মনে করিতেছে। তাহারা নিজগৃহ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া দূরে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। আরও এই ভ্রমরগুলিকে দেখ, ইহারা লতা ত্যাগ করিয়া উড়িয়া যাইতেছে।

নেপথ্যে

সখি বিহঙ্গিকে, তখন চিত্রশালার অঙ্গন অলঙ্কৃত করিতে করিতে দেবী তোমাকে কি বলিয়াছেন ?

বিহঙ্গিকা—অসুস্থ অবস্থায় বাছা রাধিকা যমুনায় গিয়াছে। বিহঙ্গিকে, তুমি কদলিকাকে সঙ্গে করিয়া তাহার খোঁজ লইতে যাও।

কদলিকা—সখি, দেবীকে অত্যন্ত দুঃখিত বলিয়া দেখা যাইতেছে, তাহার কারণ কি জানি না।

বিহঙ্গিকা—রাধার অসুস্থতাই কারণ।

কদলিকা—তবে কেন প্রিয়সখীকে যমুনায় পাঠানো হইল ?

বিহঙ্গিকা—চম্পকলতা আর তমালিকা দুইজনে দৈবকৃত বাধা উপশমের জন্য এই বলিয়া লইয়া গিয়াছে।

কদলিকা—রাধার ন্যায় ব্যক্তিরও আবার দৈবকৃত বাধা।

বিহঙ্গিকা—আরে তাহা নয়, কোনো বিশেষ আশ্চর্যবস্তু দেখিয়া সে বিভ্রান্ত হইয়াছে।

কদলিকা—সখি, কামদেবের পূজার জন্য যাইয়া সে কৃষ্ণকে দেখিয়াছে। তাহাতে কামের বশীভূত হইয়া তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে, লোকে ইহাই বলে।

বিহঙ্গিকা—আমিও কোনো কাজে গোকুলে যাইয়া ইহাদের দুজনের পরস্পর অনুরাগের কথা কানাকানি শুনিয়াছি।

চম্পকলতা—সখি তমালিকে, শুনিলে বিহঙ্গিকা কদলিকার আলাপ !

তমালিকা—শুনিলাম তো

চম্পকলতা—তবে চল সেখানে যাই।

(অপর জনের সঙ্গে বাহির হইয়া তাঁহাই করেন)

দুজনে—(দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক) সখি চম্পকলতে, তোমরা আমাদিগকে এখানে দেখিতে পাইয়াছ।

চম্পকলতা—আলাপও শুনিয়াছি। (দুজনে লজ্জিত হইয়া থাকেন) অনুরূপ এই দুই জনের মিলন আকাঙ্খা কে না করে ? অতএব শীঘ্র যাইয়া প্রিয়সখীকে দেখি।

(সকলে প্রবেশ করেন)

চম্পকলতা—(রাধাকে দেখিয়া জনান্তিকে) ওলো তমালিকে, আমার মনে হয় কৃষ্ণের সঙ্গে প্রিয়সখীর গান্ধর্ব-বিবাহ হইয়াছে। প্রকাশ্যে পরিহাসপূর্ব্বক হাস্য করিয়া আড়ালে) সখি রাধে, আমার সেই স্বপ্নের কোনো ফল বিশেষ আছে।

(রাধা লজ্জায় অধোবদনে থাকেন।

কৃষ্ণ—প্রিয়ে, দেখ দেখ সেই কেশর বৃক্ষগুলি পুষ্পিত হইয়া হইয়া অনুরাগের সহিত তোমার হাতের স্পর্শ পাইয়া আত্মজন্ম সফল করিতে ইচ্ছা করিতেছে। অতএব এস ইহাদের পুষ্পচয়ন করি।

(সকলেই কুসুমচয়ন অভিনয় করেন)

কৃষ্ণ—বিলাসিনি, সোনার কান্তি এই ফুলগুলি তোমার অলঙ্কার শোভা বর্ধন করিবার যোগ্য। (এই বলিয়া বেতসী কুঞ্জে বসিয়া স্বহস্তে চয়নকরা এবং অপর সখী-গণের চয়ন করা ফুলে কাঞ্চী প্রভৃতি রচনা করিয়া অলঙ্কারের অলঙ্কার স্বরূপ রাধাকে অলঙ্কৃত করেন)

প্রবেশ করিয়া

প্রিয়ালাপ—(গর্বের সহিত) প্রিয় বয়স্য আমার চয়ন করা ফুলগুলি দেখ। (এই বলিয়া ঐগুলি দিলেন)

কৃষ্ণ—(চিন্তা করিয়া) ফুলের অলঙ্কারে প্রিয়াকে ভূষিত

করিয়াছি—এখন এইগুলি দিয়া সুন্দর মালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার কণ্ঠের ভূষণ করি। (তাহাই করিতে থাকেন।)

প্রিয়ালাপ—হে বয়স্য, এই চিত্র ফলক গ্রহণ কর। আমি আবার ফুল তুলিব। (কৃষ্ণ লইয়া দেখিলেন এবং শয্যায় রাখিলেন।)

রাধা—(দূর হইতেই দেখিয়া মনে মনে) হায় ইহাতে কোনো এক স্ত্রীলোকের ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। (বলিয়া চুপ করিয়া থাকেন।)

কৃষ্ণ—(দেখিয়া বিষন্ন হইয়া মনে মনে।) ঘন স্নেহে যাহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল যে এইমাত্র খেলা করিতেছিল, তাহাকে উদ্বেগগ্রস্ত দেখিতেছি সুন্দরী রাধার কি হইল জানিনা। বারংবার ভালভাবে আমি চিত্তে বিচার করিয়া চিন্তা করিলাম, আমার বিষয়ে ভুল হইল? জানিনা তথাপি কি জানি কি হইয়াছে। (প্রকাশ্যে ভয়ে ভয়ে বার বার প্রণাম করিয়া।) প্রিয়ে আমি বা অপর কেহ কি অপরাধ করিয়াছে তাহা জানিনা, যাহাতে ফুলের মত কোমল প্রাণ তোমার এরূপ অবস্থা হইয়াছে। অতএব প্রসন্ন হও, অনর্থক ক্রোধ পরিত্যাগ কর। এই কেশর কুসুম মালা গলায় ধারণ করিয়া ইহাকে আরও সুন্দর কর। (রাধা পূর্বের মতই অধোবদনে থাকেন।) কৃষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চম্পকলতার দিকে চাহিলেন।)

চম্পকলতা—ওলো রাধে, তোমার প্রিয়তম অত্যন্ত দুঃখ বোধ করিতেছেন। ক্রোধ ত্যাগ কর। কেন মান করিলে বল। এই তোমার প্রিয়ের পার্শ্ববর্তী প্রিয়ালাপও বলিতেছে "আমার চয়ন করা ফুলে প্রিয়বন্ধুর রচিত এই মালা। যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ তবে উহা ততক্ষণ আপনার কণ্ঠশোভা বিধান করুক।"

রাধা—(আড়ালে ক্রোধপূর্বক নিম্নস্বরে) ওগো ভালমানুষ তুমিও এই কথাই বল। তুমি কি দেখ নাই এই প্রিয়ালাপই সেই তমালপত্রে চিত্রিত তাহার প্রিয়-বন্ধুটির কোনো প্রেয়সী সুন্দরীর ছবি আনিয়াছে। ঐ ফুলের মালা তাহারই কণ্ঠের শোভা বৃদ্ধি করুক।

প্রিয়ালাপ—(শুনিয়া অট্টহাস্যে) ওহে বন্ধু, আমরাই জিতিলাম। মানের কারণ শুনিলেতো? শীঘ্র ঐ ছবিখানি মহাশয়ার নিকটে দাও। (কৃষ্ণ আনন্দের সহিত ছবিটি দেখাইলেন।)

রাধা—(দেখিয়া লজ্জায় মনে মনে) আরে কি ভুল অকারণ বোকার মত আমি প্রিয়তমকে কষ্ট দিয়াছি। এই বলিয়া আদর পূর্বক কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

কৃষ্ণ—তাহাকে প্রসন্ন দেখিয়া আদর পূর্বক সেই মালা তাহার কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রসন্ন মুখ দর্শন করিয়া।) প্রিয়ে তোমার রূপ মাধুরী প্রীতিগুণে সর্বপ্রকারে আমি বশীভূত হইয়াছি। অতএব আদেশ কর, তোমার সুখের জন্য কি কি করিব।

(রাধা লজ্জার সহিত চম্পকলতার দিকে চাহিলেন।)

চম্পকলতা—(কৃষ্ণের প্রতি) নাগর, যদি তুমি প্রসন্ন হও তবে আর কি চাই। তবু এই হউক—কামদেবের সহিত রতির ন্যায় আমাদের সুন্দরী সখী স্বভাব রমণীয় তোমার সহিত সদা মিলিত থাকুক। তোমাদের পরস্পরের অতি প্রশংসনীয় পরম পবিত্র মিলন দর্শনে আমাদের ব্যবধানরঞ্জিত নয়নের সুখ হউক।

"অভিনব"

Vrindavan Das
Govind Kund, Vrindavan
Nityanand Baba Ashram